প্রথম আলো
২৬-০৬-২০২৬ পৃষ্ঠা-০৯

প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ক্লাব আয়োজিত সেমিনারে (বাঁ থেকে) বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। গতকাল রাজধানীর ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

ভুল প্রক্ষেপণ বাজেটের বড় দুর্বলতা

সেমিনারে অভিমত

ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ক্লাব আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থনৈতিক বেশ কিছু সূচক নিয়ে ভুল প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং রাজস্ব আয় অন্যতম। তা ছাড়া বাজেট বাস্তবায়নে অর্থায়ন নিশ্চিত করাও কঠিন হবে। এসব বিষয়কে বাজেটের প্রধানতম দুর্বলতা বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদেরা। ঘোষিত এই বাজেটের ঘাটতি শেষ পর্যন্ত ৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেও আশঙ্কার কথা জানান তাঁরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে এ কথা বলেন অর্থনীতিবিদেরা। সেমিনারে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়টির অর্থনীতি ক্লাব আয়োজিত এই সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) মহাপরিচালক অধ্যাপক এ কে এনামুল হক।

মূল বক্তব্যে সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নিজস্ব অর্থায়ন নিশ্চিত করা এবারের বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ। জিডিপির অনুপাতে মাত্র ৮ শতাংশ রাজস্ব আহরণ নিয়ে বেশি দূর যাওয়া সম্ভব নয়। এতে বিদেশি ঋণনির্ভরতা বেড়ে গিয়ে ঋণের ফাঁদে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। এমনিতে সরকারের ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। এখন বছরে ৪৫০ কোটি ডলার বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে। ২০২৯ সাল নাগাদ তা বেড়ে ৭০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিলে বেসরকারি খাতে ঋণসংকট দেখা দিতে পারে।

> করের সর্বোচ্চ হার ২০ শতাংশ হওয়া উচিত। এর বেশি হলে মানুষ কর দিতে নিরুৎসাহিত হন। করের হার বাড়িয়ে কর আহরণ বাড়ানোর চিন্তাটা ভুল। বরং তখন মানুষ সম্পদ লুকিয়ে রাখে।
>
> **মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন**, সাবেক গভর্নর

> সরকার পরিবর্তন হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনো তারা মশা মারতে ফ্লোরিডা যেতে চায়। এ অবস্থায় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বাস্তবায়ন এখন মূল আলোচনার বিষয়।
>
> **এ কে এনামুল হক**, মহাপরিচালক, বিআইডিএস

বাজেটের ভুল প্রক্ষেপণ নিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ৪০ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। এটা ভুল প্রক্ষেপণ। আবার রপ্তানি নেতিবাচক ধারায় রয়েছে। সেখানে ৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধিও সাড়ে ৬ শতাংশ হওয়ার মতো অবস্থা দেখা যাচ্ছে না।

সেমিনারে বিআইডিএসের মহাপরিচালক অধ্যাপক এ কে এনামুল হক বলেন, বাজেটে বেশ কিছু চিন্তাগত পরিবর্তন এসেছে। নিত্যপণ্যে কর কমেছে। তবে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়তে থাকায় বাজেটের পদক্ষেপ মূল্যস্ফীতি কমাতে যথেষ্ট হবে না। আবার সরকার পরিবর্তন হলেও আমলাতন্ত্রের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এখনো তারা মশা মারতে ফ্লোরিডা যেতে চায়। এ অবস্থায় বাজেট বরাদ্দের চেয়ে বাস্তবায়ন এখন মূল আলোচনার বিষয়।

রাজস্ব আদায় নিয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'দেশে ১ কোটি মানুষ কর দেওয়ার কথা। কিন্তু রিটার্ন দিচ্ছেন ৪৫ লাখ মানুষ। কর ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন করতে হবে। এনবিআরে টাকা বিনিয়োগ করলে সবচেয়ে বেশি রিটার্ন আসবে; কিন্তু আমরা আয় করি কম এবং ব্যয়ও করি কম।'

প্রবাসী আয়ে তিস্তা প্রকল্প সম্ভব

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরকে কেন্দ্র করে তিস্তা প্রকল্প নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। আলোচিত তিস্তা প্রকল্প প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ দিয়েই বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'প্রবাসীরা প্রথম তিন বছর কোনো রিটার্ন (সুবিধা) পাবেন না। তবে তৃতীয় বছরের পর থেকে তাঁদের ১২ শতাংশ হারে মুনাফা দেওয়া হবে। এই প্রকল্প করতে বিদেশি অর্থের প্রয়োজন নেই। অনেক দেশে সেতু-রাস্তায় এভাবে বিনিয়োগ খুবই লাভজনক বিষয়।

মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন আরও বলেন, বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ৩ দশমিক ৬ শতাংশ বলা হলেও শেষ পর্যন্ত তা ৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যেতে পারে। কারণ, বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে না। তখন বেশি ঋণ করতে হবে।

করের স্তর নিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, করের সর্বোচ্চ হার ২০ শতাংশ হওয়া উচিত। এর বেশি হলে মানুষ কর দিতে নিরুৎসাহিত হন। করের হার বাড়িয়ে কর আহরণ বাড়ানোর চিন্তাটা ভুল। বরং তখন মানুষ সম্পদ লুকিয়ে রাখে। এলডিসি উত্তরণ পেছানোর চিন্তাও সঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি; বরং উত্তরণ ঘটিয়ে চ্যালেঞ্জ নেওয়া দরকার ছিল। বাংলাদেশের সেই সক্ষমতা আছে বলে মনে করেন মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য দেন ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক আবির খন্দকার। সেমিনারে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তিনটি উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়।